ইত্তেফাক

তারিখ 20 NOV 1985

পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

025

পরীক্ষায় ফেলের কারণ কি ॥ আজ হইতে প্রশ্নমালা বিতরণ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সারাদেশে প্রতি বৎসর এখন ৫ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে আড়াই লক্ষেরও বেশী ছাত্রছাত্রী ফেল করিতেছে। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল নির্ধারণের পদ্ধতির মধ্যে নিহিত কোন ত্রুটির কারণে এমনটি ঘটিতেছে কিনা, তাহা জনমতের আলোকে যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য সরকার কর্তৃক অক্টোবরে গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি আজ (বুধবার) স্কুল-

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রশ্নমালা বিতরণ

(১ম পৃঃ পর)

কলেজ-ভার্সিটি পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ৩০ হাজার প্রশ্নপত্র বিলি শুরু করিবে।

৩৯টি প্রশ্নের এ প্রশ্নমালা গতকাল (মঙ্গলবার) সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশকালে ২৫ সদস্যের কমিটি-সভাপতি প্রফেসর সামস-উল-হক বলেন, কমিটি গঠনের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষা-মন্ত্রণালয় কলেজ-ভার্সিটিতে ভর্তি ও চাকুরীর চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজনে মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি মূল্যায়নের তাগিদ দিয়া বলা হইয়াছে, এ ব্যাপারে আর বিলম্ব করা যায় না। এ গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক স্তরে অকৃতকার্যতার হার সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কমিটিতে চা[র] শিক্ষা বোর্ড এবং টেক্সট বুক বোর্ডের পাঁচজন চেয়ারম্যান ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দফতরের মহাপরিচালক লইয়া গঠিত কমিটিতে ডঃ আল-মুতী শরফুদ্দিন, ঢাকা ভার্সিটির ডঃ হারুনুর রশীদ, প্রকৌশল ভার্সিটির ডঃ ইকবাল মাহমুদ, কৃষি ভার্সিটির ডঃ এ রহিম খান, রাজশাহী ভার্সিটির এফ আর খান, চট্টগ্রাম ভার্সিটির ডঃ মইনুল ইসলাম, শিক্ষয়িত্রী হোসনে আরা শাহেদ ছাড়াও কয়েকজন শিক্ষাগবেষক ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছেন।

এ প্রশ্নমালার জবাব ডিসেম্বরের প্রথমভাগে কমিটির সদস্য সচিব, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের নিকট ফেরত আসিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। কমিটি মধ্য ডিসেম্বরে তৃতীয় অধিবেশনে এসব তথ্য যাচাই করিয়া উত্তরদাতাদের প্রতিনিধি সম্মেলনে তাহা প্রকাশ করিবে। উহার প্রতিক্রিয়া এবং কমিটিভুক্তদের মতামত মিলাইয়া মধ্য জানুয়ারী ৮৬তে রিপোর্ট তৈরী হইবে।

কমিটি চেয়ারম্যান জানান, অক্টোবরে কমিটির একদফা বৈঠকের পর বিশেষজ্ঞ দিয়া প্রশ্নমালা তৈরী করানো হয়। শহরে ৬৮ ব্যক্তির কাছে উত্তর সংগ্রহ করিয়া প্রশ্নমালাকে সংশোধনের পর এখন ছাড়া হইতেছে।

কমিটি জানায়, ১৯৬৯ সনে প্রকৌশলী ডঃ আবদুর রশীদের নেতৃত্বে একবার, ১৯৮২ সনে রচনামূলক প্রশ্ন করার পদ্ধতি পরিহার সম্পর্কিত টাস্ক ফোর্স ছাড়া মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা পদ্ধতির প্রশ্নে এদেশে আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধান ইহাই প্রথম।